মেহেরপুরে ৭ দিন ব্যাপি বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

“বৃক্ষপ্রাণের প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৭ দিন ব্যাপি বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিস চত্ত্বরে র্যালি, বৃক্ষরোপন, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ফিতা কেটে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃক্ষ মেলার আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুস্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জি.এম. মোহাম্মদ কবির, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, মেহেরপুর সামাজিক বনায়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জাফর উল্লাহ,

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, বন কর্মকর্তা জাফরুল্লাহ, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

এর আগে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য

র্যালী জেলা প্রশাসন চত্তর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। মেলায় ৩০ টি স্টল স্থান পেয়েছে।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষক দুই কৃষক নিহত, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও হাড়াভাঙ্গা মাঠে পৃথক বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতরা হলেন গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মুন্সিপাড়া এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৫) ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আকরাম হোসেন (৬৫)। আহতরা হলেন, কাজিপুর মুন্সিপাড়ার হাউস আলী (৫৫) ও ব্রজপুর গ্রামের মুন্নাফ আলী (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে কাজিপুর মুন্সিপাড়ার মাঠে জাহাঙ্গীর হোসেন, হাউস আলীসহ বেশ কয়েকজন কৃষক পাট মাথায় করে নিয়ে আসছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। বজ্রপাতটি এই দুই কৃষকের মাথার উপর পড়লে দুজনেরই শরীর ঝলসে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে জাহাঙ্গীরকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে মারা যান জাহাঙ্গীর হোসেন।

একই সময়ে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আকরাম হোসেন মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এছাড়া আহতরাও মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে আহত হন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বাপ মা নেই। তাই এই হাল। দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেলেও কেউ দেখেনা। মাঝে মধ্যে সড়ক ও জনপথের লোকজন সংস্কারের নামে কিছু পাথর ছিটিয়ে চলে যায়। দু একদিন পর আবার আগের মতই হয়ে যায়।

সদর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের লিজন বলেন, প্রতিদিনই দু একবার মেহেরপুর শহরে যেতে হয়। ভাঙ্গা চুরা রাস্তায় অটো বা আলগামনে চড়ে মাজা কোমর ব্যাথা হয়ে যায়।

গাংনীর ধলা গ্রামের সাহার আলী বলেন, আমরা সীমান্তবর্তি গ্রামের বাসিন্দা। মেহেরপুর জেলা শহরে আসি এই রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। এটি চলাচলের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের ব্যবসায়ী রমজান আলী ও রিয়াজতুল্লাহ বলেন, আমরা সব্জী নিয়ে মেহেরপুর কাঁচা বাজারে আসি। এই ৮/৯ কিলো মিটার রাস্তায় চলতে গিয়ে জীবন থাকেনা। সরকারের এত উন্নয়ন চারিদিকে দেখা যায়। শুধু এই রাস্তাটির কাছেই সরকারের উন্নয়ন হয়না? প্রশ্ন করেন তিনি।

কুলবাড়িয়া গ্রামের কৃষক রহমত আলী ও হাসমত আলী বলেন, আমাদের এলাকাটা সব্জী এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানকার সব্জী ট্রাক লোড হয়ে ঢাকা, চিটাগাংসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। অথচ, রাস্তাটির কারণে, কোনো ট্রাক এখানে আসতে চাইনা। রাস্তাঘাট ভাঙা চুরার কারণে অতিরিক্ত ভাড়া দাবী করেন তারা।

আড়ৎ ব্যবসায়ী জমির আলী বলেন, এখানকার কৃষি পণ্য কিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। এখানকার কৃষি পণ্য ও সব্জী যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে। মেহেরপুর-কাথুলি রাস্তাটির কারণে, সব চেয়ে বেশী ভোগান্তিতে আছে ব্যবসায়ীরা। খারাপ রাস্তাটির কারণে বাইরের গাড়ি ঘোড়াও এখানে আসতে চাইনা।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী মিজানুর রহমান বলেন, মেহেরপুর-কাথুলি রাস্তাটির অবস্থা এখন খুবই খারাপ। রাস্তাটিতে ছোট খাটো সংস্কার করলে টিকানো যাবেনা। এখানে বড় ধরনের সংস্কার কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, গত অর্থ বছরে মেহেরপুর সওজ থেকে জেলার তিনটি রাস্তার উন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর কাছে ডিও লেটার চেয়েছিলাম। প্রতিমন্ত্রী স্যার ২ টি রাস্তার উন্নয়নে ডিও লেটার

দিয়েছেন। সে দুটি রাস্তার সংস্কার করা শেষ হয়েছে। রাস্তাটি বড় ধরণের সংস্কার কাজ করার জন্য মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছ থেকে ডিও লেটার নিয়ে মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় এখনো বরাদ্দ দেইনি। বরাদ্দ দিলে ওই রাস্তাটিতে বড় ধরনের সংস্কার কাজ করা হবে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত) মুনঞ্জুরুল করিম বলেছেন, সংস্কার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পেলে ওই রাস্তাটির সংস্কার কাজ করা হবে।

এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সাথে মোবাইল ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও ফোন রিসিভ হয়নি।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ,পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা কোনো ধরনের অপচয় আমরা না করি। মেহেরপুরে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ২০০৫-২০০৬ সালে ৪০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ ছিলো বর্তমানে আমরা শতভাগ ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি এবং বিদ্যুতের সুবিধা গুলোও মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছি। বিদ্যুৎ তৈরী করতে যে তেল লাগে সেটা আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। বিশ্ববাজারে ব্যাপক ভাবে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপে গ্যাস বন্ধ হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে তেল বন্ধ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে ইউরোপে জিনিস পত্রের দামও বেড়ে গেছে ফলে একটি বৈশিক সমস্যা তৈরী হয়েছে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমি যদি অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ করে অন্য আরেকজন ফ্যান চালাতে পারবে। আমাদের সরকার অত্যান্ত শতর্ক আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে ভাগে শতর্ক ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা আশা করি অক্টোবর

ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে, ভোগান্তির শিকার ১০ জেলার মানুষ

দর্শনা সীমান্ত চেকপোষ্ট সড়ক পথে টুরিষ্ট ভিসাসহ বন্ধের আড়াই বছর পার হলেও খুলছে না দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্ট।
একই রুটে ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে। এতে করে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে ১০ জেলার মানুষ।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, বিশ্বে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী করানো রুপ ধারন করলেও বাংলাদেশে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দেখা দেয় করোনা। এরপর সরকারী নির্দেশনায় বন্ধ হয়ে যায় আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট পথে রেল ও সড়ক পথ দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত। কিন্তু সরকারী নির্দেশনার কারণে করোনা কালীন সময়ে ভারতে বাংলাদেশী নাগরিক আটকে পড়ে। পরবর্তীতে দু’দেশের সরকারী সিদ্ধান্তে ভারত-বাংলাদেশে আটকে পড়া যাত্রীদের ফেরত নেওয়া হয়। এরমধ্যে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের দর্শনা আন্তর্জাতিক সীমান্তে সড়ক পথে কয়েক দফায় নিজ দেশে ফেরার সুযোগ পান।

এদের সকলকে দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোষ্টে স্বাস্থ্য বিভাগের স্থাপতি কোভিড পরিক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে যিনারা কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হোটেল ও আবাসিকে কোয়ারিন্টাইনে রাখা হয়। সে সমস্ত স্থানে থাকার পর সুস্থ করে বাড়ি ফেরেন।

পরবর্তীতে করোনা কিছুটা কম হলেও ভারতীয় হাই কমিশনের গাফলতির কারনে বন্ধ থাকে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট সড়ক পথে যাত্রী যাতায়াত।

কিন্তু একই সীমান্ত দিয়ে রেল পথে মৈত্রী ট্রেনে টুরিষ্ট ভিসার যাত্রীরা ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াতের সুযোগ পেলেও দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে বন্ধ রয়েছেদর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোষ্টের সড়ক পথ।

ফলে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, রাজবাড়ী, মাগুরা ফরিদপুর, রাজশাহী সহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েটি জেলার মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

যে কারণে ক্যান্সারসহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোষ্ট হয়ে সীমান্ত পথে ভারত যেতে পারছে না।

দেশের সকল সীমান্ত পথে নতুন করে ভিসা চালু থাকলেও দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট হয়ে ভারত ভ্রমণ ও চিকিৎসা সেবা সহ অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াতে বাঁধা থাকায় অনেক পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রী-সাধারনকে।

এতে করে একদিকে সময়ের অপচয় ও অপরদিকে অর্থের তছরুপ।

দর্শনা ইমিগ্রেশন সূত্রে জানাযায়, বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল বন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি ও স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সব ধরনের ভিসার পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্থগিত করে ভারতীয় হাইকমিশন। কিছুদিন পর বাধ্যতামূলক ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে মুখে মাস্ক পড়ে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মালামাল আমদানি শুরু হয়। ২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধু মেডিকেল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনার জয়নগর থেকে ভারতের গেদে হয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত করার অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে ৫ ডিসেম্বর তাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

সর্বশেষ গত ২৯ মে ঢাকা- কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন দিয়ে চলাচল শুরু হলেও অদ্যাবধি দর্শনা- গেদে স্থলপথে কোনো ভিসা চালু করা হয়নি। কুষ্টিয়া আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্টধারী যাত্রী দর্শনা চেকপোষ্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানান, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী সহ এ অঞ্চলের ৮/১০টি জেলার মানুষ বিভিন্ন ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে যশোরের বেনাপোল ও হরিদাসপুর দিয়ে ভারত যেতে হচ্ছে। এতে তীব্র তাবদহের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে

হচ্ছে।

এসময় অনেক যাত্রী তীব্র তাবদহের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এছাড়াও যাতায়াত খরচ গুণতে হচ্ছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানান, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর সহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেল স্টেশনে পায়ে হেটেই যাওয়া যায়। সে হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা, বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জন প্রতি খরচ দেড়শ’ টাকা । দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস,আই আবু নাঈম জানান, ভারতীয় নাগরিকরা যে কোনো ভিসায় গেদে হয়ে দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছে। তবে বাংলাদেশীদের এ পথে নতুন করে কোনো ভিসা দেয়া হচ্ছে না।

দর্শনা সি,অ্যান্ড,এফ এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু বলেন, দর্শনা-গেদে স্থলপথ দিয়ে ভিসা চালু করা হলে সরকার যেমন হাজার হাজার টাকা রাজস্ব পাবে। সেই সঙ্গে বেনাপোল স্থলবন্দরের ওপর যাত্রীর চাপ কমার পাশাপাশি ভোগান্তির হতে রেহায় পাবে। তাছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১১৮ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমসের এক কর্মকর্তা জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন প্রায় দেড়-দুই হাজারের ওপরে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত করতো। কিন্তু ভিসা চালু হলে আগের মতো পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ চেকপোস্টে একজন যাত্রীর জন্যও কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও বিজিবি ফুলটাইম কাজ করে। ভালো সেবার কারণে সড়ক পথে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্টের দিকে তাকিয়ে আছে চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ ১০ জেলার মানুষ।

পানি সংকটে বিপাকে হরিণাকুণ্ডুর পাট চাষিরা

পাট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কৃষকরা। পাটগাছ বড় হওয়ার পর পানির অভাবে অনেক স্থানে গাছের পাতা শুকিয়ে

মরে যাচ্ছে। পাট জাগ দিতে পারছেন না এলাকার কৃষক। ভরা বর্ষা মৌসুমেও বৃষ্টির দেখা নেই।

অধিকাংশ খাল, বিল, ডোবা ও জলাশয়ে পানি নেই। যেটুকু পানি আছে তা পাট পচানোর জন্য যথেষ্ট নয়। পাটচাষিরা বৃষ্টির আশায় পাট কেটে জমিতে ফেলে রেখেছেন। পুকুর-নদীতে পর্যাপ্ত পানি না থাকায় সেচের মাধ্যমে জাগ দিতে হচ্ছে পাট। আবার কেউ গাড়িতে করে বিল এলাকায় নিয়ে জাগ দেয়ার চেষ্টা করছেন। লোকসানের আশঙ্কায় মাথায় হাত কৃষকদের।

চলতি বছর ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ৩ হাজার ৭৩০ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পাট চাষ হয়েছে ৩ হাজার ৭৫০ হেক্টর জমিতে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। চাষ বেশি হলেও পানির অভাবে সমস্যা দেখা দিয়েছে পাট জাগ নিয়ে। অনেক এলাকায় শ্যালো মেশিন ও মোটরের সাহায্যে পানি দিয়ে জাগ দেয়া হচ্ছে। এতে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের।

উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের কৃষক জাফিরুল ইসলাম বলেন, এ বছর তিনি চার বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছেন।অনাবৃষ্টির কারনে পাটের আগা শুকিয়ে গেলেও ফলন আগের বছরের তুলনায় ভালো হবে বলে আশা করছেন। কিন্তু পানির অভাবে পাট জাগ দিতে পারছেন না। উপজেলার অধিকাংশ পাটচাষির একই অবস্থা। গত বছর দাম বেশি পাওয়ায় চলতি বছর পাটের আবাদে ঝুঁকে পড়েন উপজেলার কৃষকরা। পাট আবাদ নির্বিঘ্নে হলেও এখন পাট কাটা ও জাগ দেয়া নিয়ে মহাবিপদে পড়েছেন কৃষক।

পায়রাডাঙ্গা গ্রামের কৃষক রাসেল বলেন, উপযুক্ত পানি না থাকায় পাট জাগ দেয়া খুব সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান বলেন, চলতি মৌসুমে উপজেলায় জমিতে পাটের আবাদ অনেক ভালো হয়েছে। ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। তবে যে বৃষ্টি হয়েছে তা পাট পচানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বেশ কিছু দিনের খরা আর অনাবৃষ্টির কারণে পাটচাষিরা পড়েছেন দুশ্চিন্তায়। বিল অঞ্চলে পানি রয়েছে। কিন্তু উঁচু অঞ্চলে পানির সংকট। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে এ সমস্যা দূর হবে।এছাড়াও পাট পচানোর জন্য পানি চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্লুইসগেইট দিয়ে নদীতে পানি সরবরাহও চাওয়া হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত সময়ের মধ্যে ক্যানাল ও নদীতে পানি সরবরাহ করা হবে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (২৭ জুলাই) দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার দুটি স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

এরা হলেন, সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে টগর আলী ও টেংরামারী গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে ভিকু হোসেন।
টগর আলীর মামলা নং সিআর ১০২/২১ এবং ভিকু হোসেনের মামলা নং ৭৭/২১ ইং।

এএসআই শাকিল হোসেনে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে টগর হোসেনকে এবং এএসআই শাহাজামল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ভিকু হোসেনকে গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান. আজ বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশকে বাঁচাতে বসতবাড়ি ও খোলা জায়গায় বেশি করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে

“বৃক্ষ প্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ” এই স্লোগান নিয়ে বুধবার সকালে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে ৭

দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এ মেলার উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি তার বক্তব্যে বলেন, পরিবেশের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে এবং পুষ্টি ও কাঠের চাহিদা হ্রাসের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচাতে বসতবাড়ি ও খোলা জায়গায় বেশি করে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি আরও বলেন, আপনারা বেশি বেশি করে বৃক্ষ রোপন করেন। তাহলে আমাদের দেশ বাঁচবে আমরা অক্সিজেন বেশি বেশি পাব। দেশে বৃষ্টিপাত বেশি হবে। আপনারা দেখছেন একটা দেশের বনভূমির পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে সেই রাষ্ট্রে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তাই তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা বাড়িতে বেশি বেশি করে গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান।

কুষ্টিয়া সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, জি, এম, মোহাম্মদ কবিরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক, ড.হায়াত মাহমুদ, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ সদর উদ্দীন খান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজগর আলী।

এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন, ফরেস্টার তাপস কুমার সেনগুপ্ত, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক, কুষ্টিয়া সামাজিক বন বিভাগের উচ্চমান সহকারী মোঃ আবেদ আলীসহ বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারী বূন্দ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে। বৃক্ষমেলা চলবে ২ আগস্ট পর্যন্ত।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্দ্যোগে দুই দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ

মাটির অনুজীবকে কিভাবে বৃদ্ধি করে প্রাকৃতিক উপায়ে কোনও রাসায়নিক কীট নাশকের ব্যবহার না করে ফসল উৎপাদন করা যায় হাতে কলমে শিহ্মা নিয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কৃষি কাজে লাগাবেন।

এই প্রত্যয় নিয়ে গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্দোগে দুইদিন ব্যাপী শুন্য বাজেট প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কর্মশালা হয়েছে। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে গত ২৬ জুলাই সকাল ১০ টার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। বুধবার প্রশিক্ষণটি শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ২৮ জন কৃষক দুদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপনী পর্বে যোগ দেন গাংনী উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন প্রশিক্ষকের সকল পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তিনি এই পদ্ধতি আরো ভালো ভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার বলেন, কৃষকরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে আর্থিক ভাবে লাভের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন রহমত শহিদুল ইসলাম ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট রাজশাহী অঞ্চলের এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ আছির উদ্দিন।

এসময় বিশিষ্ট সাংবাদিক রবিউল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে প্রতিপক্ষের ধারালো কাচির কোপে গুরুতর আহত-১

ছাগলে ফসল বিনষ্ট করার খেসারত মালিক কে দিতে হলো রক্ত দিয়ে। প্রতিপক্ষের ধারালো কাচির কোপে গুরুতর আহত হয়ে মালিক আলতাপ হোসেন (৪৫) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বুধবার কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর মন্ডল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আলতাপ হোসেন

কোটচাঁদপুর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত ইলাহি মন্ডলের ছেলে। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে আলতাপ হোসেনের ছাগল চলে যায় পাশের বাড়ির নওশার হোসেনের ফসলি জমিতে। এ সময় ছাগলটি, তাঁর ফসলের বেশ ক্ষতি সাধন করেন।

এতে করে ক্ষিপ্ত নওশার ছাগল নিয়ে ছুটে আসেন আলতাপের বাড়িতে। একপর্যায় দুই জনের মধ্যে চলে বাকবিতণ্ডা। এ সময় নওশার তাঁর হাতে থাকা কাচি দিয়ে কোপাতে থাকে আলতাপকে।

আলতাপের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সে। পরে তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন তারা।

চিকিৎসক শিরিন সুলতানা বলেন, তার হাত মুখ সহ বেশ কয়েক স্থানে ক্ষত রয়েছে। তবে হাতের ক্ষতটা মারাত্মক। এ কারনে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোরে রেফার্ড করা হয়েছে।

ঘটনার পর থেকে নওশার এলাকা ছেড়েছেন বলে জানা গেছে। সে ওই গ্রামের মৃত আনসার আলী ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক জাহিদ হোসেন জানান, ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি।